أحكام يوم الجمعة وما يتعلق به

خতিব তাজুল ইসলাম

ইয়াউমুল জুমুআ

জুমুআর দিনের বিধান

ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়াউমুল জুমুআ

জুমুআর দিনের বিধান

ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খতিব তাজুল ইসলাম

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১২০, US $ 6, UK £ 4

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-96764-6-1

Jumuar Diner Bidhan
by **Khatib Tajul Islam**

by Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

যুগে যুগে আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদের ক্ষেত্রে যে সকল আলিম, সালিহ ও ফকিহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁদের দরজা বুলন্দ ও জান্নাতুল ফিরদাউস-কামনার পাশাপাশি আমার সকল আসাতেজা, মমতাময়ী মা ও শাশুড়ি, পরলোকবাসী বাবা ও শ্বশুর, দাদা-দাদি, নানা-নানি, আত্মীয়স্বজন সকলের কল্যাণ-কামনায় নিবেদিত।

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

জুমুআর ইতিহাস ও পরিভাষা # ১৫

জুমুআ ফরজ হওয়ার আয়াত ১৮
জুমুআর ওয়াক্ত বা সময় ১৯
জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত ১৯
জুমুআর সামাজিক গুরুত্ব ২৬
সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় জুমুআ ২৭
সাপ্তাহিক ছুটি ও আমাদের সামাজিক দায় ২৮
যাদের ওপর জুমুআ ফরজ ৩০
মুসাফিরের ওপর জুমুআর বিধান ৩৩
নারীদের জুমুআ ৩৪
পুরুষের ওপর জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ৩৬
অতীত-বর্তমানের মসজিদ এবং নারীসমাজ ৩৭
রাসুলের যুগে নারীদের মসজিদ ও ঈদগাহে যাতায়াত ৩৮
প্রচলিত সমাজ ও দীনি তালিমাত ৪০
একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা ৪১

মসজিদ এবং জামাআতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী ৪২
দাওয়াতি কাজ ও কর্মসংস্থানের জন্য মসজিদকে
আমরা যেভাবে প্রস্তুত করতে পারি ৪৫
জুমুআর সালাত আদায়ের শর্তসমূহ ৪৭
জামে মসজিদ ও পানজেগানা মসজিদ ৪৮
আজানের প্রচলন কখন শুরু হয় ৫০
জুমুআর আজানের ইতিকথা ৫১
আজান ও লাউড স্পিকারের ব্যবহার ৫২
জুমুআর দিন যেভাবে উদযাপন করব ৫৬
জুমুআর দিনের মাসনুন আমলসমূহ ৫৭
খুতবাতুল জুমুআ বা জুমুআর খুতবা ৬৩
মুসাফিরের ওপর জুমুআর বিধান ৬৪
দুই খুতবার বিধান ৬৫
দেখে দেখে খুতবা পাঠের বিধান ৬৫
খুতবার বিষয়ে আরও কিছু মাসাইল ৬৬
খুতবার গুণাবলি ৬৭
খুতবার আরকান বা ভিত্তিসমূহ ৬৭
জুমুআ ও খুতবার আরও কিছু মাসআলা ৬৮
খুতবা ও সালাতের মধ্যে পার্থক্য ৬৮
খুতবার ভাষা কেমন হওয়া উচিত ৭০
মাতৃভাষায় খুতবা প্রদানের বিষয়ে রাবেতা আলমে ইসলামির সিদ্ধান্ত ৭১
জুমুআর খুতবা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতওয়া ৭৩

রাসুল ﷺ-এর খুতবার প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়	৭৬
খুতবার আজানের আগে নিয়মিত বয়ানের প্রচলন	৯২
মিম্বারের ইতিহাস	৯৫
নবিজির মিম্বারের ঘটনা	৯৫
মিম্বারে নববির ইতিহাস	৯৭
মিম্বারে নববি-সংক্রান্ত রাসুলের কয়েকটি উক্তি	৯৮
মিম্বারে নববির আরও কিছু অজানা বিষয়	৯৯
আরব, আফ্রিকা, মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ায় মিম্বারের পার্থক্য	১০১
মসজিদকেন্দ্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠা	১০২
ইউরোপের উন্নতির মূলে যা দেখেছি	১০৪
ইউরোপের সমাজব্যবস্থা	১০৪
একনজরে জুমুআর দিনের আমল	১০৫
শেষকথা	১১০

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম। [আলে ইমরান : ১৯]

মহাবিশ্বের ইহ-পরকালীন সকল সমস্যার সমাধান হলো ইসলাম। ইসলাম সর্বজনীন ও ফিতরাতের আদর্শ, যার প্রতিটি কর্মে আছে অনাবিল শান্তি। হিকমা আর প্রজ্ঞায় ভরপুর এই দীনে হানিফ। শুধু জুমুআর মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের দিকে তাকালেই আমরা বিস্ময়ে হতবাক হই। পবিত্র জুমুআয় আছে সমাজবদ্ধভাবে বাঁচার অঙ্গীকার, ঐক্য ও সংহতির এক অফুরান জয়গান।

মসজিদ আমাদের প্রাণ। আমাদের ইমানের মূল কেন্দ্র। মসজিদে নববি হলো সেই শুভসূচনার সূতিকাগার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খিলাফতব্যবস্থা বিলুপ্তির পর মুসলিমসমাজে দেখা দিয়েছে নানা উপসর্গ। এর একটি হলো মসজিদ নির্মাণ, পরিচালনা ও কাজের কলাকৌশলে বিরাট অসামঞ্জস্য।

কেউ কেউ এমনটা ভাবেন যে, মসজিদ এতটা পবিত্র, যেখানে সালাত ছাড়া আর কোনো কথা চলবে না এবং নারী ও শিশুদের মসজিদে প্রবেশ নিন্দনীয় একটি কাজ। মসজিদের নির্মাণশৈলীতে এসেছে বহু রূপ; কিন্তু নেই সেবা ও খিদমতে নৈপুণ্য। তবে আছে যেন একটা পাকানো গুমোট।

মূলত রাষ্ট্রের কাজ যখন ব্যক্তির অধীন হয়, সেই কাজকে বানায় তার ইচ্ছার দাস। ফিরকা, দল ও মাসলাকের কথা বাদই দিলাম। তারপরও দেখি আমাদের বিশ্বাসের কানাগলিতে প্রবেশ করেছে অসংখ্য বিদআত ও কুসংস্কার। মনে রাখবেন, বিশুদ্ধ কাজের চর্চা না হলে শয়তান মন্দকাজ দিয়ে সেই স্থান পূরণ করে নেয়। যদি আলিম, ইমাম ও খতিবরা ইসলামের সৌন্দর্য দিয়ে মুসলমানদের ব্যস্ত করতে না পারেন, তাহলে এরচেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে? তাই এই ব্যস্ত করা বা রাখার সহজ ও মূল্যবান পরিবেশ হলো মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে 'ইয়াউমুল জুমুআ' বা 'জুমুআর দিন'। জুমুআর দিন হলো ইসলামকে জানা, মানা ও প্রশিক্ষণের একটি দিন; অথচ আমাদের মধ্যে জুমুআ আসে; কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগায় না। জুমুআ আমাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না। আমরা যেন অন্ধের মতো মসজিদে যাই; আর বধিরের মতো ঘরে ফিরে আসি। রেডিমেইড দুই রাকআত সালাত আদায় করেই আমাদের জুমুআ-পর্বের ইতি ঘটে। খুতবা-পাঠ ইমাম ও খতিব সাহেবের কাজ; আর আমাদের কাজ হলো ঝিমানো!

দুই ইদের চেয়ে বড় ইদ হলো জুমুআর দিন। এতবড় সুসংবাদ রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমাদের দেওয়া হলেও সেটির তেমন গুরুত্ব উপলব্ধি করি না। জুমুআর সালাতের শর্তে খুতবা এবং সুলতান, খলিফা বা সরকারি প্রতিনিধি এমন কারও উপস্থিতির কথা প্রমাণ করে—বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। জুমুআ থেকে মুমিনরা আগামীর পথচলা বুঝে নেবে। কিন্তু আফসোস! সেই সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। কেন হয় না? জুমুআর মূল আকর্ষণ হলো খুতবা। দেশ ও জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রের ফরমান জনগণ জানবে, আল্লাহর বিধান শুনবে; কিন্তু আমাদের খুতবা হলো নিছক পুথিবিদ্যার মতো অবহেলিত এক বিষয়। ঠান্ডা-গরম বারো মাস লিখিত কিংবা মুখস্থ সেই একই আওয়াজ। এই রীতি এমনিতে তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রহারা দিশেহারা মুসলিমরা যতটুকু পেরেছে, ধরে রেখেছে। এখন যখন পরিবেশ অনেক অনুকূলে, তখন আমাদের উচিত, বাস্তবতার দিকে ফিরে যাওয়া। ইসলামের সূচনালগ্ন তথা

সাহাবিযুগের জুমুআ ও মসজিদের চিত্র সামনে নিয়ে আসাই হলো আমাদের এই সংক্ষিপ্ত রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

খুতবা শুধু আরবিতে হবে, নাকি যার-তার মাতৃভাষায় আরবিসহ মিশ্রিত খুতবা দেওয়া যাবে, সে বিষয়ে দালিলিক কিছু আলোচনা আছে। আবার খুতবার আগে বয়ানের নামে আরেক খুতবা প্রদানও আমাদের জন্য নতুন উদ্ভাবন। কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ রকম কাজের বৈধতা ইসলামে নেই। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মাজহাবের অনুসারী হয়েও আমরা তাঁর মতের বিপরীতে গিয়ে খুতবার বিষয়ে অন্য মাজহাবের ইমামদের মতকে প্রাধান্য দিই; অথচ 'আমিন' জোরে বলা কিংবা 'রাফউল ইয়াদাইন' বা 'সুরা ফাতিহা' বিষয়ে আমরা অন্য মাজহাবের মতামতকে অগ্রাহ্য করি। এটাকে মাজহাবের অনুসরণ বলব, নাকি অন্য কিছু? অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করি। অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করি। নিজেদের চলে আসা রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা ফেলে কোনটা অধিকতর কল্যাণকর, সেদিকে দিই মনোযোগ।

হাম্বলি ও মালিকি মাজহাব অনুসারে আরবিতে খুতবা না দিলে সালাতই হবে না; অথচ তাঁদের এখনকার অধিকাংশ ফকিহ আরবির সঙ্গে ভিন্নভাষার খুতবা শুধু জায়িজই নয়; বরং অধিকতর কল্যাণকর বলে মত দিয়েছেন। তাঁরা সে অনুযায়ী আমলও করেন। সেখানে নিজের মাতৃভাষায় খুতবা প্রদানের পক্ষে ইমাম আবু হানিফার স্পষ্ট মত থাকা সত্ত্বেও আমরা তা মানতে নারাজ। শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি খুতবার ভাষা আরবি হওয়াকে সুন্নাত বলেছেন। আরবির সঙ্গে স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে খুতবার ক্ষেত্রে বর্তমানের অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমের আপত্তি নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মুফতি ম্যাংক এবং ব্রিটেনের সাউথেন্ড জামে মসজিদের খতিব আল্লামা মাহমুদুল হাসানকেও এ প্রশ্নটি করেছিলাম। তিনি বলেছেন, 'আরবির পাশাপাশি স্থানীয় ভাষায় খুতবা দিতে অসুবিধা নেই।' আল্লামা সালমান নদবি তো আরও উদার।

কিন্তু আশ্চর্য হই তখন, যখন দেখি আমাদেরই কিছু ভাই মাকরুহে তাহরিমি

বলে মাইক ফাটান। কোনো প্রকার দলিল ব্যতিরেকে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করেন। উপরন্তু বানোয়াট কিছু রেফারেন্সও দিয়ে বসেন।

আসুন, আল্লাহর জমিনে তাঁর দীনকে বিজয়ী করতে আমরা আমাদের করণীয়কে প্রাধান্য দিই। অতি প্রয়োজনীয় এসব বিষয় নিয়েই চলমান গ্রন্থের অবতারণা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে চাই 'ইমাম আবু হানিফা রাহ. ফাতওয়া ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' সিলেটের পরিচালক হাফিজ মুফতি মোস্তফা সুহাইল হেলালী সাহেবের। ইউরোপের ব্যস্ত সময়ে নেট ঘাঁটাঘাঁটি করে যত দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, সেগুলো মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করলে তিনি যথেষ্ট মেধা খাটিয়ে শ্রম দিয়ে রচনাটিকে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছানোর পাশাপাশি বিশুদ্ধ তথ্যনির্ভর করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া আরও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। মহান রব আমাদের সকলের এই নেক কাজ ও মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্নকে পূরণ করে দিন। আখিরাতে নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে এ কাজকে কবুল ও মনজুর করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

তাজুল ইসলাম

২১ আগস্ট ২০২০

২ মুহররম ১৪৪২

জুমুআর ইতিহাস ও পরিভাষা

জুমুআ শব্দের উৎপত্তি জামাআ থেকে। জামাআর শাব্দিক অর্থ একত্র হওয়া বা জমায়েত হওয়া।

এ দিনে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর নির্দেশ পালনে ইবাদত উপলক্ষ্যে মসজিদে একত্র হয় বলে দিনটিকে 'ইয়াওমুল জুমাআ' বা 'জুমার দিন' বলা হয়।

সালমান ফারসি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

জুমুআকে জুমুআ হিসেবে নামকরণের কারণ হলো, এ দিনে আল্লাহ আদম আ.-এর মাটি একত্র করেন।[১]

জুমুআ একটি ইসলামি পরিভাষা। মুসলমানরা এ দিন জিকির ও ইবাদতের জন্য একত্র হন। এই জমায়েতের জন্য এটিকে জুমুআ বলা হয়। জাহিলিয়াত তথা অজ্ঞতার জামানায় আরবরা এ দিনকে 'আরুবা দিবস' হিসেবে চিনত। বলা হয়, আরবের মধ্যে কাব ইবনু লুয়াই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ দিনের নাম জুমুআ রাখেন। কুরাইশের লোকেরা এ দিন একত্র হতো এবং কাব ইবনু লুয়াই খুতবা বা ভাষণ দিতেন। উপস্থিতিরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। এই ঘটনা নবিজির জন্মের ৫৬০ বছর আগের। কাব ইবনু লুয়াই হলেন নবিজির ঊর্ধ্বতন পুরুষ। কুরাইশের মধ্যে তাঁর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। এমনকি তাঁর ইনতিকালের পর থেকেই নতুন একটি সন গণনা শুরু হয়। পরে যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন সেটিও আরবের ইতিহাস-গণনার আরেকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

[১] মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক, জুমুআ অধ্যায়, জুমুআর দিনের মাহাত্ম্য অনুচ্ছেদ : ৫৫৬১; ইবনু খুজাইমা, জুমুআ অধ্যায়, জুমুআর দিনের নামকরণের কারণ : ১৭৩২। [হাদিসটি সহিহ]

এ ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জুমুআর ধারাবাহিকতা কাব ইবনু লুয়াইর সময় থেকে শুরু হয়। তবে তার প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। জুমুআর দিনকে জুমুআ হিসেবে সম্বোধনের সূত্র এখান থেকেই; কিন্তু এ ঘটনা তেমন একটা প্রচার পায়নি বলে তা ইতিহাসের আড়ালে থেকে যায়। তবে আমরা সগৌরবে বলতে পারি যে, 'জুমুআ' নাম ধারণ করে ইসলামই এই দিবসকে স্বমহিমায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের আগে আহলে কিতাবদের ইবাদতের জন্য এবং সেই মিল্লাতের নিদর্শন স্বরূপ শনিবারকে ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল। ইয়াহুদিদের কাছে শনিবার গুরুত্ববহ হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, এ দিন আল্লাহ বনি ইসরাইলকে ফিরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করেন।

ইসায়িদের ইবাদতের জন্য প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোনো দিন ছিল না। পরে তারা নিজেরাই রবিবারকে ইবাদতের দিন হিসেবে ধার্য করে নেয়, যাতে তারা ইয়াহুদিদের থেকে পৃথক থাকতে পারে। তবে ইসায়িরা এ দিনকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কাহিনি প্রচার করেছে, তা অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। তাদের বিশ্বাস হলো, ক্রুশে নিহত হওয়ার পর ইসা আ. কবর থেকে পুনরায় এ দিন উঠে এসে আকাশে আরোহণ করেন। এই কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই তারা রবিবারকে ইবাদতের পবিত্র দিন হিসেবে পালন করে। ৩২১ খ্রিষ্টাব্দে রুম-শাসক এ দিনকে সাধারণ ছুটি হিসেবে ঘোষণা দেয়। বলা যায়, ইসলাম যথার্থভাবেই এ দুই সভ্যতা থেকে নিজেকে আলাদা করে তৃতীয় আরেকটি দিনকে সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন ঘোষণা করেছে। ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলিম মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন হলো জুমুআর দিন।[৭]

বিভিন্ন হাদিসের আলোকে জানা যায় যে, জুমুআ ফরজ হওয়ার আদেশ হিজরতের কিছুদিন আগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু মক্কায়

[৭] তাফসিরু রুহুল বায়ান।